যুগান্তর

তারিখ ..... 24 APR 2017
পৃষ্ঠা 20 কলাম 5 ......

দাওরায়ে হাদিসের মাস্টার্স সমমান

আইনের দিকে তাকিয়ে কওমি আলেমরা

মুসতাক আহমদ

কওমি শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর দাওরায়ে হাদিসকে মাস্টার্সের সমমর্যাদা দেয়া নিয়ে নানা বিশ্লেষণ চলছে। নিচের স্তরগুলো বাদ দিয়ে শুধু মাস্টার্সের সনদ দেয়া বা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া কোনো সংস্থার অধীনে এ সনদ দেয়া বাস্তবসম্মত কিনা, তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। আবার নিচের স্তরের সনদ না পেয়ে শুধু মাস্টার্সের (দাওরায়ে হাদিস) সনদ কওমি শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনে কতটুকু কাজে দেবে, তা নিয়েও কথা বলছেন কেউ কেউ।

এ অবস্থায় কওমি আলেমরা তাকিয়ে আছেন প্রজ্ঞাপনের আলোকে কী আইন হয় সেদিকে। তারা আপাতত সরকারি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন দেখতে চান। বাস্তবায়ন পরিস্থিতি দেখেই অন্য স্তরগুলো নিয়ে ভাবতে চান তারা। কয়েকটি দেশের দৃষ্টান্ত দিয়ে কওমি আলেমরা বলছেন, সরাসরি মাস্টার্সের সনদ দেয়া অযৌক্তিক হবে না। অবশ্য এজন্য সনদদাতা সংস্থাকে আইনগত মর্যাদা দিতে হবে। তবে সাধারণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পাঠ্যক্রম সংস্কার করে নিচের স্তর থেকে পর্যায়ক্রমে উপরের স্তরের সনদ দেয়া যুক্তিযুক্ত।

» সংস্কার না হলে এ সমমানের ফল হবে শূন্য
—সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

» এর পাঠ্যক্রম আলিয়া মাদ্রাসার চেয়েও উন্নত
—ফরিদউদ্দীন মাসউদ

এ ব্যাপারে সরকার গঠিত সনদের মান বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য মাওলানা রুহুল আমিন যুগান্তরকে বলেন, 'দাওরায়ে হাদিস বাদে অন্য স্তরের সমমানের ব্যাপারে আমাদের আপাতত কোনো চিন্তাভাবনা নেই। আমরা এখন পর্যন্ত এ ডিগ্রিই পাইনি। তাই এর সুবিধা-অসুবিধা এখনও ভাবছি না। আগে শুরু হোক। সাধারণ শিক্ষার শত শত বছর আগে থেকেই স্তরবিন্যাস করে আমরা এ শিক্ষা চালাচ্ছি। সরকারি মান নেই, সেটা আমাদের দোষ না।'

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজে সমমানের ঘোষণা দিয়েছেন। এটা হয়ে গেছে। কওমি শিক্ষার মাস্টার্স সনদের ব্যাপারে মান বাস্তবায়ন কমিটিকে সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার দেয়া আছে। তারা যেভাবে চাইবে সেভাবেই স্বীকৃতি দেয়া হবে।

সাধারণত মাস্টার্স ডিগ্রি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেয়া হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে বাস্তবায়ন কমিটি বা তাদের গড়া সংস্থা সেই সনদ কীভাবে দেবে— এ প্রশ্ন তুলে বিষয়টিকে অনেকেই ত্রুটিপূর্ণ বলছেন। সাধারণ শিক্ষার কলেজগুলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আর মাদ্রাসা ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। তবে কওমি সনদের সমমানের ব্যাপারে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, 'এ কমিটি সনদবিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বলে বিবেচিত হবে।'

এ ব্যাপারে ওই কমিটির সদস্য ও জাতীয় দ্বীনি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের প্রতিনিধি মাওলানা ইয়াহইয়া মাহমুদ বুধবার যুগান্তরকে বলেন, এ কারণেই আমরা 'আল-হাইয়াতুল উলইয়া লিল জামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশ' (কওমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি) নামে একটি সংস্থা গঠন করেছি। এটিই ভবিষ্যতে ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং...............................
তারিখ.................................
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এম.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রধান কর্মকর্তা
পি.এ.
ব্যবস্থার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর

আইনের দিকে তাকিয়ে কওমি আলেমরা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ দেয়ার পরিকল্পনা আছে। বিশ্ববিদ্যালয় না হওয়া পর্যন্ত এ সংস্থাকে ইউজিসির মান দেয়ার দাবি করেছি।

ইয়াহইয়া মাহমুদ আরও বলেন, অন্য স্তরের স্বীকৃতি বাদে কী করে মাস্টার্স মর্যাদা হয়, আমাদের দেশেই কেবল এ প্রশ্ন উঠছে। ফ্রান্সসহ আন্তর্জাতিক বিশ্বে এটা আছে। লন্ডন থেকে আমাদের একজন গ্র্যাজুয়েট নিচের দিকের ডিগ্রি ছাড়াই ব্যারিস্টারি পড়ে এসেছেন। যোগ্যতা যদি থাকে, তাহলে ওগুলো (এসএসসি, এইচএসসি ও স্নাতক সনদ) মুখ্য বিষয় নয়। তাছাড়া সরকার চাইলে সমস্যা নয়। কেননা, আশির দশকে জাতীয় মসজিদের খতিব মাওলানা উবায়দুল হক সরকারি আলিয়া মাদ্রাসার হেড মাওলানা ছিলেন। কওমি সনদেই তিনি যুগ্ম সচিবের সমান পর্যায়ে ওইপদ অলংকৃত করেন। তখন তো এ সনদের সমমানও ছিল না।

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, বিশ্বে কোথাও কোনো সংস্থার অধীনে মাস্টার্স ডিগ্রি দেয়ার নজির নেই। তাছাড়া কতগুলো স্তর পার করে গিয়ে এ ডিগ্রি অর্জন করতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তা হচ্ছে না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, এ ডিগ্রির সমমর্যাদা দেয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয় জড়িত। আমি বুঝতে পারছি না, এর মাধ্যমে হেফাজত নেতারা কতটা খুশি হলেন বা তারা নির্বাচনে কতটা ভূমিকা রাখতে পারবেন। কিন্তু এটা ঠিক যে, এর মাধ্যমে কতগুলো শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতে স্বপ্নভঙ্গ হওয়ার রাস্তা খোলা হল। কেননা জীবনদক্ষতাবিহীন শিক্ষায় বিসিএস বা চাকরির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য আনে না। তাই চাকরির বাজারে গিয়ে যখন তারা দেখবে যে, তাদের পথ রুদ্ধ, তখন হতাশ হবে। শিক্ষক হিসেবে আমি শিক্ষার্থীদের এ দিকটিই দেখব। কেউ হয়তো ঘুরেফিরে একই ধরনের মাদ্রাসা গড়ে তুলে তার শিক্ষক হবে। কিন্তু তারও তো একটা সীমা আছে। হেফাজত নেতাদের কাছে আমার বিনীত প্রশ্ন, তারা কোন যুক্তিতে সংস্কার চাচ্ছেন না? রাসুলুল্লাহ (সা.) তো চীন দেশে গিয়েও জ্ঞান অর্জনের কথা বলেছেন। সেখানে যে বৌদ্ধ এবং কনফুসিয়াসের শিক্ষা প্রচলিত ছিল, তা তিনি জানতেন। তাহলে ইংরেজি বা কম্পিউটারের জ্ঞান অর্জনে সমস্যা কোথায়? আমি মনে করি, এ সমমানের ফল হবে শূন্য, যদি না কওমি শিক্ষায় সংস্কারের ছোঁয়া না লাগে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, ২০১৩ সালের প্রস্তাবে পাঠ্যক্রম আধুনিকায়ন এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রমে সরকারি প্রতিনিধি রাখাসহ কওমি শিক্ষার সমমান দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু বর্তমানের প্রস্তাবিত কমিটিতে সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়নি। কোনো প্রতিনিধিও নেই। এ নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ২৭ মার্চের দ্বিপক্ষীয় সভায় আপত্তিও করেন। কিন্তু নীতিনির্ধারকরা তা আমলে নেননি। বরং এ ব্যাপারে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, কমিটির অধীনে ও তত্ত্বাবধানে দাওরায়ে হাদিসের পরীক্ষা, সিলেবাস প্রণয়ন, পরীক্ষা পদ্ধতি, সময় নির্ধারণ, অভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন, ফল ও সনদ তৈরিসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এজন্য কমিটি চাইলে এক বা একাধিক উপকমিটি গঠন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানাবে।

কওমি মাদ্রাসা ছাত্র পরিষদের সাবেক সভাপতি ও বাংলাদেশ কওমি পরিষদের আহ্বায়ক ডা. এসএম আবদুল আজিজ যুগান্তরকে বলেন, যেহেতু এখনও আইন হয়নি, তাই আমরা সমমান ভাবতে পারছি না। কেননা মাস্টার্সের মান দিতে বিশ্ববিদ্যালয় লাগবে। সেটা ছাড়া কীভাবে সমমান হয়, সরকার কোনো বিশ্ববিদ্যালয় করবে কিনা— ইত্যাদি আইনেই বিবৃত থাকতে হবে। সরকার আস্থা রাখতে বলেছে। সেদিকে তাকিয়ে আছি।

আবদুল আজিজ আরও বলেন, এর আগেও একইভাবে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় গেজেট প্রকাশ করেছিল। তাতে এ ডিগ্রিকে এমএ ইসলামী শিক্ষা ও আরবি সাহিত্যের মর্যাদা দেয়ার নীতিগত সিদ্ধান্তের কথা বলা হয়। পাশাপাশি কওমি শিক্ষার জন্য একটি বোর্ড তৈরির কথাও ছিল। শুধু তাই নয়, ২০০৮ সালের ১৩ অক্টোবর ইউজিসি একটি সার্কুলার জারি করে। সে অনুযায়ী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষা ও আরবি সাহিত্য বিষয়ে দাওরায়ে হাদিস ডিগ্রিধারীদের লেখাপড়া ও শিক্ষকতার সুযোগ ছিল; কিন্তু তা বাস্তবায়ন হয়নি।

কওমি শিক্ষার মর্যাদার ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছেন মাওলানা ফরিদউদ্দীন মাসউদ। তিনি বলেন, সনদের প্রকৃত মান নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নেয়ার এখতিয়ার যেহেতু কমিটিকে দেয়া হয়েছে, তাই তারা এ বিষয়ে সব করবেন। আমার জানামতে, তাদের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অপরদিকে সরকারও আইনসহ যা যা প্রয়োজন সবই করবে বলে আলোচনায় মনে হয়েছে। তিনি বলেন, কওমির সব স্তরেরই সরকারি স্বীকৃতি থাকা উচিত বলে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি। কেননা অনেক মাদ্রাসায় বাংলা, ইংরেজি, গণিতসহ সাধারণ শিক্ষার বিষয়ই ছাত্রছাত্রীরা পড়ে থাকে।

কওমি মাদ্রাসায় ৬টি শিক্ষা স্তর আছে। ২০১৩ সালে সরকারের কাছে দাখিল করা কওমি শিক্ষানীতিতেও তা উল্লেখ আছে। এগুলো হলো— ইবতিদাইয়্যাহ (প্রাথমিক), মুতাওয়াসসিমতাহ (নিম্ন মাধ্যমিক), সানাবিয়্যাহ আম্মাহ (এসএসসি), সানাবিয়্যাহ খাস্‌সাহ (এইচএসসি), মারহালাতুল ফজিলত (স্নাতক সম্মান) ও মারহালাতুত তাকমিল (দাওরা-ই-হাদিস/স্নাতকোত্তর)। ব্রিটিশ-ভারতে ১৮৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 'দারুল উলুম দেওবন্দ' মাদ্রাসার অনুকরণে গড়ে উঠেছে এদেশের কওমি মাদ্রাসা। তবে কয়েক বছর আগে কিছু মাদ্রাসায় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস ও গণিতসহ কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। এর বাইরে এ শিক্ষার কারিকুলামে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি। অথচ কঠোর অধ্যবসায় ও পরিশ্রম করে এসব মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা নিতে হয়।

তবে মাওলানা ফরিদউদ্দীন মাসউদ বলেন, দাওরায়ে হাদিসের কারিকুলাম-সিলেবাস সাধারণ শিক্ষা ও আলিয়া মাদ্রাসার চেয়েও উন্নত। দাওরায়ে হাদিসের সিলেবাস নিয়ে কাজ করার কিছু নেই। এ স্তরে মূলত সিয়াহ-সিত্তাহ (হাদিসের প্রধান ছয়টি গ্রন্থ) পড়ানো হয়। পাশাপাশি হাদিস সংক্রান্ত আরও কোর্স এমনভাবে থাকে যে, একজন শিক্ষার্থী পবিত্র কোরআনের তফসির, আরবি সাহিত্য এবং ফিকাহ বিষয়েও জ্ঞান লাভ করে। এটি এক বছরের প্রোগ্রাম। সাধারণ মাদ্রাসায় কামিল ডিগ্রি মাস্টার্স সমমানের। এক বছর মেয়াদি এ প্রোগ্রামেও দাওরায়ে হাদিসের মতোই কোর্স পড়ানো হয়। তবে সাধারণ শিক্ষায় স্নাতক ডিগ্রিধারীদের মাস্টার্স কোর্স ২ বছরের, আর সম্মান ডিগ্রিধারীদের জন্য এক বছর। ঢাকাসহ অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স ডিগ্রি এক বছরের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী শিক্ষা বিভাগে মাস্টার্সে পবিত্র কোরআনের তাফসির, উলুমুল কোরআন (সায়েন্স অব দ্য কোরআন) ও হাদিস শরিফ পড়ানো হয়। এছাড়া 'টিচিং অ্যান্ড রিসার্চ মেথোডলজি' এবং 'ইভ্যালুয়েশন অ্যান্ড ফিলোসফি অব রিলিজিয়ন অ্যান্ড কম্প্যারেটিভ রিলিজিয়ন' নামে দুটি কোর্সও পড়ানো হয় এখানে।